খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

25, ফার্ন রোড, কলকাতা - 700 019, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

RNI No. WBBEN/2010/32438 IRegd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013

I Vol 3 I Issue 11 I November 2013 I Price Rs. 2.00 I

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ও জগদ্বন্ধু রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথা ছিল কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বাসস্থান জোগাড় করা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিনের জন্য ও কলকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠগ্রহণ করবার সময় এক তথাকথিত মেসে থাকতেন আর সেখানেই জগবন্ধু রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও জগদ্বন্ধু রায় পরে ভিন্ন পেশায় রত থাকলেও সেকালের মেসের নানান কাজে বিশেষ করে খাবার-দাবার জোগানের জগদ্বন্ধু রায় ভার নিয়েছিলেন। এঁদের দুজনার মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। জগদ্বন্ধু রায় যখন বালিগঞ্জের চেহারা বদলানোর প্রয়াসী হলেন, বিশেষ করে শিক্ষা প্রসারে একডালিয়া রোড ও কর্ণফিল্ড রোডের সংযোগস্থলে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময়ের উপাচার্য ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জগদ্বন্ধু রায়ের স্মৃতিপটে এসে গেল গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের কথা।

১১ জানুয়ারী ১৯১৪ সালে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের শিলান্যাস করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সারা বালিগঞ্জ এমনকি বৃহত্তর চৌহদ্দিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠা লগ্ন। বহু মানুষ জমায়েত হয়েছিল সেই উপলক্ষে। স্কুলের ছাত্রাবাসও তৈরী হল। পরবর্তীকালে স্কুলভবন যখন ২৫ ফার্ন রোডে স্থানান্তরিত হল তখনও পর্যন্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অটুটই ছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন।

সার্ধশতবর্ষে আশুতোষ স্মরণ

২৪ নভেম্বর র নিবার সন্ধে ৬-৩০এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখবেন বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীজয়মাল্য বাগচী।

এই অনুষ্ঠানে সকল প্রাক্তনীদের সাদর আমন্ত্রণ।

আজীবন সদস্যপদ

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের দুই ধরণের সদস্যপদ আছে। **General** আর **Life Member**। অনেকজন আছেন, যাঁরা **General Member**। স্কুলের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে আপনার সদস্যপদটি 'আজীবন সদস্য' পদে রূপান্তরিত করুন। এ ক্ষেত্রে আপনার বার্ষিক অদেয় অনুদান দিতে হবে না। পাঁচশ টাকা দিয়েই আজীবন সদস্যের সুবিধা পান। নভেম্বর ২০১৩-এর মধ্যে এই রূপান্তর — আপনার অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সহায়ক হবে। এ বিষয়ে ৯৮৩০৫৭৯২৩০ বা **jbi.alumni.1914@gmail.com**-এ যোগাযোগ

খেয়া

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে আমাদের **website-এ Alumni>Member list**-এ গিয়ে আপনার Dataটা দেখুন। সেখানে তথ্যগত ত্রুটি থাকলে বা সংযোজন, পরিবর্তন থাকলে তা আমাদের **website**-এ **feedback** বা **jbi.alumni.1914@gmail.com** -এ মেল করে জানান। বিশেষ করে যাঁদের **email ID** আমাদের তথ্যভান্ডারে নেই। শতবর্ষে আপনার সহযোগিতা আশা করি।

এই সংখ্যাটি দিব্যেন্দু রায় '৬০ সৌজন্যে মুদ্রিত।

প্রসঙ্গ ঃ চিন্ময় গুহ

সাম্প্রতিক বিদ্বৎসমাজে চিন্ময় গুহ, একটি বহু আলোচিত নাম। শুধু ফরাসি বিদ্যায় বুৎপত্তি নয়, অনিন্দ্যসুন্দর শব্দচয়ন করা তাঁর ভাষণে, মুগ্ধ মানুষের সংখ্যা ও তাঁর লেখনীর অনুরাগীর সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যই শুধু নয় তাঁর কৃতিত্বের পালকে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ফরাসী সরকারের দেওয়া দুটি পালক 'নাইট অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স' এবং ১৮০৮ -এ নেপোলিয়ন প্রবর্তিত 'নাইট অব অ্যাকাডেমিক পামস'। চিন্ময় গুহকে নিয়ে ১৯৭৫-এর তাঁর সহপাঠী সুপ্রিয় ঘোষ রায়চৌধুরীর একটি রচনা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

আমার বন্ধু চিন্ময়

সুপ্রিয় ঘোষ রায় চৌধুরী (১৯৭৫)

চিন্ময়ের সাথে পরিচয় সেই ১৯৬৭ থেকে। ১৯৭৪সালে আমরা একাদশ শ্রেণীতে পড়ি। বন্ধুর প্রতিভার স্বর্ণ বিচ্ছুরণ সবাই অনুভব করছে। ক্লাসের পড়া বলতে গিয়ে এমন সব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতো যা আমাদের কাছে বেশ অচেনা ছিল। আমরা চিন্ময়ের পড়া বলা খুবই উপভোগ করতাম। একটি সদাহাস্য মুখ বিনয়ী ছেলে সাইডব্যাগ কাঁধে ক্লাসে এসে বসত। বিজ্ঞানের তুখোড় ছাত্র হয়েও সাহিত্যের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ। বহু ভাষাবিদ্ প্রয়াত জ্যোতিভূষণ চাকি ছিলেন আমাদের বাংলা শিক্ষক। তাঁর পড়ানোর স্টাইল ছিল অনবদ্য। মনসামঙ্গল পড়াতে গিয়ে চলে যেতেন উঃ বঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে। মঞ্চে গ্রামবাসীদের দ্বারা মনসামঙ্গলের অভিনয়। কীভাবে বিরাট লম্বা কালো বেণী দুলিয়ে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘরে ঢুকছে কালনাগিনী। প্রয়াত চাকিবাবু, চৈতন্যবাবু, অধীরবাবুদের মত মাস্টারমশায়দের পড়ানো চিন্ময়ের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সেই সুপ্ত সাহিত্য চেতনা চিন্ময়ের মনের মধ্যে ছিল, তারই প্রস্ফুটন ঘটে সেই সব অনবদ্য শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে।

চিন্ময় ১৯৭৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে **St. Xaviers** এ ভর্তি হলো ইংরাজী অনার্স নিয়ে। চিন্ময়ের সাথে আবার দেখা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এ কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসে। চিন্ময় তখন স্নাতকোত্তর করছে ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে আমার পাশের ঘরে। আর আমি আছি হিসাবশাস্ত্র নিয়ে। সেই সময় ওর সাথে অনেকবার দেখা হয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অলিন্দে। বিরাট বিরাট বইয়ের র‍্যাকের মাঝখানে নিবিষ্ট মনে বই দেখে চলেছে আমার দীর্ঘদেহী বন্ধুটি। ঐ পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার সময় চিন্ময়ের একটি অসাধারণ সমালোচনামূলক লেখা বের হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিনে। বিষয়টি ছিল শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্রের 'গ্যালিলিও' নাটক। ম্যাগাজিনের কপিটি আমি বহুদিন আগলে রেখেছিলাম আমার সংগ্রহে। ১৯৮৪ সালের জুন মাসের বৃষ্টিতে কলকাতার বহু জায়গা প্লাবিত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের বালীগঞ্জের বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় বইটি সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যায়। যদি কারোর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন 'ক্যাম্পাসের' কপি থাকে তবে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

এরপরে কলকাতা বইমেলার নিয়মিত দর্শক হিসাবে মমার্ত-এ চিন্ময়ের কবিতা অনেকবার শুনেছি। আর শুনেছি শেক্সপিয়ার-এর জন্মদিন উপলক্ষে চিন্ময়ের বক্তৃতা। পুরো সময়টা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল তার গুরুগম্ভীর হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠস্বর। এরপরে চাকুরীজীবনে কলকাতা পুরসভায় এসে পরিচয় হলো সহকর্মী পলাশ ভদ্রের সঙ্গে। সে একাধারে ফরাসী ভাষাবিদ্ এবং নাট্যকার। এবং সেইসূত্রে চিন্ময়ের ছাত্র। ফরাসী ভাষাপ্রেমী হিসাবে পলাশ চিন্ময়কে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। ১৯৭৪ সালে স্কুলের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে চিন্ময় ছিল ছাত্র ও সহপাঠী আর ২০১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী যখন সে স্কুলে পতাকা উত্তোলন করছে প্রাকশতবর্ষ অনুষ্ঠানে তখন সে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য। এটা আমার কাছে একটি সুখস্মৃতি। দেশে বিদেশে চিন্ময় বহু সম্মান পেয়েছে। উপাচার্য হিসাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি ১১ই সেপ্টেম্বর নন্দন চত্বরের বাংলা অ্যাকাডেমীতে আমার সহকর্মী পলাশ ভদ্র একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ফরাসী সাহিত্যের ওপর। সেখানে চিন্ময়ের তথ্যবহুল সরস ভাষণে দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

চিন্ময় সব সময় ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখেছে। তাঁর স্বপ্নগুলি বাস্তবে রূপ পাক এই কামনা করি।

স্মৃতির জোনাকি

দিলীপ কুমার সরকার
১৯৫০ সালে এই বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছোট ছোট স্মৃতিগুলো আজও থেকে থেকে
জোনাকির মতো জ্বলে মনের গহনে,
চেনা জানা মুখগুলো যায় ডেকে ডেকে
মনের জানালা ধরে অবসরে ক্ষণে।

কখনো বা মনে পড়ে দুপুরের রোদ
ঝিরিঝিরি হাওয়া কাঁপা চৈত্রের বেলা,
মাঠের সবুজ মেশা অঢেল আমোদ -
দলবল নিয়ে ঘোরা, হৈ চৈ খেলা।

কখনো বা মনে পড়ে ক্লাসের পাঠ -
অঙ্ক বা ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকা,
ঘরে ঘরে ছেলেদের গুন্‌গুন্‌ হাট,
খুনসুটি দুষ্টুমি হাসিখুশিমাখা।

পুরোনো স্কুলের স্মৃতি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৪৮)

অনেকদিন আগে, আমি যেতাম যে-ইস্কুলে
জগদ্বন্ধু ইনস্‌টিটিউশন, তাকে যাই নি ভুলে ?
কতোরকম দিন গিয়েছে, দেশবিদেশে ঘুরে
এখন আছি চক্‌মিলানে। বাড়িতে, যাদবপুরে।

উপেনবাবু, প্রফুল্ল স্যার, বিষ্টু স্যারের কাছে
পাছে কোনো বকুনি খাই, তাই রাত্রে মাঝে মাঝে
কুপি জ্বেলে পড়ে নিতাম সকালবেলার পড়া —
এখন সেই স্মৃতির জল ভরেছি একঘড়া।

পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে যে একটু ছবি আঁকে,
সেই তো ছিলাম বালক আমি, ড্রয়িং আসতো ঝাঁকে ঝাঁকে,
শুধু কি তাই ? খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপেও মেতে
যখন বাড়ি ফিরেছি, দেখি জননী যেন তেতে।

ভুলে কি যাই ? হোক্‌ যাচাই। নাতো, ভুলি নি হে,
যদিও কোনো বিদেশিনী করেছি আমি বিয়ে,
তবুও এই কলকাতার জাঁতায়-ফেলা কলে
পিষে গিয়েও বেঁচে আছি নিজস্ব সম্বলে।

স্কুল সংক্রান্ত একটি মূল্যবান তথ্য

Jagadbandhu Roy agreed to donate Rs. 20,000.00 for the construction of two buildings, one for the school and the other for the boarding house, for the purchase of furniture and for other incidental expenses at the initial stage. He also made a free gift of a plot of land measuring one bigha eighteen fifteen chataks and thirty-five square feet on which would stand two properly equipped buildings constructed under his personal supervision, for housing the school and the boarding...

The school was founded under a specific Deed of Trust executed by Jagadbandhu Roy on the 14th November,1913. He appointed seven Trustees, and placed at the initial stage, the entire management of the school in the hands of the Trustees, who had also overriding powers to appoint Managing Committees. The constitution of the Board of Trustees in future was specified in the Trust Deed. It was also a directive that on no account should the name of the school be changed at any time in future. There should be a Boarding house too for the boys to live in. A Chatuspathi, called Sital Chatuspathi in the name of his father and to perpetuate his memory, would remain attached to the school and would be maintained by it. The Trust Deed made certain other stipulations also for the guidance of the Trustees and the heirs of the donor.

শতবর্ষ

দেখতে দেখতে শতবর্ষ প্রায় অতিক্রান্ত। শতবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান ১০ জানুয়ারি ১৪ শুক্রবার, স্কুলের ১০১ বছরের প্রতিষ্ঠা দিবস ১১ জানুয়ারি ১৪ শনিবার এবং ১২ জানুয়ারি ১৪ রবিবার পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্নে প্রীতি সম্মেলন। তাই প্রাক্তনীরা আগামী বছরের কর্মসূচীতে এই দিনগুলো নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে রাখবেন। অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ পরবর্তী খেয়ার / **website** এর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। শতবর্ষের বিশেষ প্রকাশনী ছাড়াও থাকবে প্রথানুযায়ী স্মরণিকা। এখানে বিজ্ঞাপনের জন্যও আপনার সহায়তার উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। আপনার ব্যাচের সহপাঠী বন্ধু ও স্কুলাত্মীয়দের কাছে আমাদের এই সমস্ত বার্তা পৌঁছে দিন ... এই অনুরোধ।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.